★মুসলিম তরুণদের আদর্শ মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ)

সম্মানিত উপস্থিতি! আজকে আমরা ইসলামের প্রথম বার্তাবাহক, ইসলামের প্রথম দূত মুসআব বিন উমাইর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনী নিয়ে আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ।

মুসআব বিন উমাইর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু,তিনি ছিলেন আরবের সবচেয়ে সুদর্শন যুবক। তিনি ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে হতে সবচেয়ে স্মার্ট তরুণ। তিনি ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন। ভোগ-বিলাসিতার মাঝে বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি জানতেন না অভাব কি জিনিস?তার মা তাকে খুব আদর করতো,তিনি যা চাইতেন তাকে তাই দিত। সে সময়ের সবচেয়ে দামী পোশাকগুলো মুসআব বিন উমাইর রাঃ পরিধান করতেন। সে সময়ের সবচেয়ে দামী আতরগুলো,সে সময়ের সবচেয়ে দামী পারফিউমগুলো মুসআব বিন উমাইর রাঃ ব্যবহার করতেন। মুসআব বিন উমাইর যে রাস্তা দিয়ে যেতেন সে রাস্তা তার ঘ্রাণে সুরভিত হয়ে যেত।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন মুসআব বিন উমাইর রাঃ ইসলামের কথা শুনলেন এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহী হলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি দারে আরকামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করতে গেলেন।সেখানে যেয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে কুরআনের বাণী শুনতে পেলেন।কুরআনের আয়াত শুনে তার হৃদয় উন্মোচিত হলো। তার অন্তর হেদায়েতের আলোয় আলোকিত হয়ে গেলো এবং তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর প্রাথমিকভাবে তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখতে চাইলেন। কারণ মুসআব বিন উমাইর রাঃ এর মা কুনাইস বিনতে মালেক সে ছিলো খুবই রাগী মানুষ। তাই তিনি তার মায়ের সাথে ঝগড়া বিবাদ করা থেকে বিরত থাকতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি বেশিদিন গোপন রাখতে পারলেন না। মুসআব বিন উমাইর রাঃ একদিন গোপনে নামায আদায় করছিলেন, মুশরিকদের মধ্যে হতে কেউ একজন দেখে ফেলল এবং তার মায়ের কাছে গিয়ে বিচার দিলো,যে আপনার ছেলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। মুসআব বিন উমাইর রাঃ যখন ঘরে ফিরলেন, তার মা তাকে রাগান্বিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলো,তুমি কি মুহাম্মাদের দ্বীন গ্রহণ করেছো? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ,আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তোমাদেরকেও ইসলামের দিকে আহবান করছি।এই কথা শুনে তার মা কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো, কক্ষনো না!তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারো না,তুমি মুহাম্মাদের দ্বীন থেকে ফিরে আসো নয়তো তোমাকে কঠোর শাস্তি দিবো।মুসআব বিন উমাইর রাঃ দ্বীনের উপর অটল রইলেন। তারপর তার উপর নেমে আসলো কঠিন শাস্তি। তাকে বন্দি করে রাখা হলো, দুনিয়ার সব ভোগ সামগ্রী তার জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। এমনকি খাবার দাবার ও বন্ধ করে দেওয়া হলো। একজন মা তার কলিজার টুকরো সন্তানকে কষ্ট দিচ্ছে।একজন মা তার কলিজার টুকরো সন্তানকে শাস্তি দিচ্ছে।কেন শাস্তি দিচ্ছে? অপরাধ কি? অপরাধ হলো সে সত্য দ্বীন ইসলামকে গ্রহণ করেছে।এই শাস্তির ভয়ে মুসআব বিন উমাইর রাঃ কি ইসলাম পরিত্যাগ করেছেন? তিনি কি আবারও কুফরিতে প্রত্যাবর্তন

করেছেন? তিনি কি আশংকা করেছিলেন যে ইসলাম থেকে ফিরে না আসলে আমার ভোগ-বিলাসিতা সব বন্ধ হয়ে যাবে? না! তিনি এর কোনোটাই করেন নি।বরং তিনি দ্বীনের পথে অটল থেকেছেন,আল্লাহর জন্য তিনি সকল কষ্ট সহ্য করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামে মাজিদে বলেছেন,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنۡ یُّتۡرَکُوۡۤا اَنۡ یَّقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا وَ ہُمۡ لَا یُفۡتَنُوۡنَ

মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?

সূরা আনকাবুত:২

وَ لَقَدۡ فَتَنَّا الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِہِمۡ فَلَیَعۡلَمَنَّ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ صَدَقُوۡا وَ لَیَعۡلَمَنَّ الۡکٰذِبِیۡنَ

আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।

সূরা আনকাবুত:৩

মুসআব বিন উমাইর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। মক্কার কাফেররা যখন মুসলমানদের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালাচ্ছিল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম গণকে হাফসায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন।সে সময় মুসআব বিন উমাইর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু ও অন্যান্য সাহাবীদের সাথে হাফসায় হিজরত করলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি অন্যান্য সাহাবীদের সাথে হাফসা থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন। তিনি যখন মক্কায় ফিরে আসলেন তখন তার অবস্থায় অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দেখলেন যে মুসআব বিন উমাইর রাঃ চামড়ার একটি মোটা পোশাক পরিধান করে আছেন। রাসূল সাঃ অন্যান্য সাহাবীদের ডাক দিয়ে বললেন,এই হচ্ছে মুসআব বিন উমাইর যে ভোগ-বিলাসিতার মাঝে বড় হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরকে হিদায়েতের আলোয় আলোকিত করে দিয়েছেন, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য সব ধরনের ভোগ-বিলাসিতাকে বর্জন করেছেন। সে আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য সব ভোগ-বিলাসিতা বির্সজন দিয়েছেন। হিজরতের পূর্বে মদিনার কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং বাইয়াতে

আকাবায়ে রাসূল সাঃ এর হাতে বায়াতবদ্ধ হয়েছিল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললো,ইয়া রাসূলুল্লাহ! মদিনায় আমাদের কাছে আপনার পক্ষ থেকে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠান যে আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দিবে এবং আমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবে,আমাদের সম্প্রদায়কে ইসলামের দিকে আহবান করবে।সেসময় অনেক বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম বিদ্যমান থাকা স্বত্তেও রাসূল সাঃ সকলের মধ্যে হতে মুসআব বিন উমাইর রাঃ কে বাছাই করলেন।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন,হে মুসআব তুমি আমার পক্ষ থেকে আমার দূত হিসেবে মদিনায় যাবে, তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবে,তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিবে,পুরো মদিনাকে

ইসলামের জন্য প্রস্তুত করবে। মুসআব বিন উমাইর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমি প্রস্তুত আছি।মুসআব বিন উমাইর রাঃ হলেন ইসলামের প্রথম দূত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূত হিসেবে মদিনায় গিয়েছিলেন।মক্কার বিলাসী তরুণ সকল প্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করে দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে সঁপে দিয়েছিলেন। মুসআব বিন উমাইর রাঃ মদিনায় গিয়ে তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করলেন।মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলোকে পৌঁছে দিলেন,মদিনার আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে মানুষদের ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন।আনসারদের বড় বড় নেতৃস্থানের ব্যক্তিরা তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করলো যার মধ্যে ছিল সাদ ইবনে মুয়াজের মতো ব্যক্তিরা যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেপে উঠেছিলো। মুসআব বিন উমাইর রাঃ মদিনার লোকদের ইসলাম শিক্ষা দিলেন,দ্বীন শিক্ষা দিলেন, তাদেরকে কুরআন শিখালেন। তার অপরিসীম মেহনতের ফলে পুরো মদিনা ইসলামের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। অতঃপর রাসূল সাঃ ও সাহাবায়গণ মদিনায় হিজরত করলেন।বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম লড়াই। মুসআব বিন উমাইর রাঃ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বীরত্বের সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।যুদ্ধ শেষে মুসলমানরা বিজয় লাভ করলো। ৭০ জন কাফের নিহত হলো,আর ৭০ জন বন্দী হলো।যুদ্ধ শেষে বন্দীদের যখন বাধা হচ্ছিলো তখন মুসআব বিন উমাইর রাঃ দেখতে পেলেন মুশরিকদের মধ্যে তার আপন ভাই আজিজ ইবনে উমাইর ও রয়েছে। সে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে বন্দী হয়েছে। মুসআব বিন উমাইর রাঃ কে দেখে তার ভাই আজিজ ইবনে উমাইর তাকে লক্ষ্য করে বললো,ভাই আমাকে একটু হালকা করে বাঁধতে বলো। যে সাহাবী বন্দীদের হাত বাঁধছিল মুসআব বিন উমাইর রাঃ তাকে ডাক দিয়ে বললেন,ওকে একটু শক্ত করে বাঁধো, ওর মা অনেক ধনী মানুষ।ও অনেক মুক্তিপণ টাকা দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এই কথা শুনে আবু আজিজ আশ্চর্যজনিত হয়ে গেল।সে বলে উঠলো, ভাই এটা কি বলছো? আমি তো তোমারই আপন ভাই।তুমি তোমার আপন ভাইয়ের ব্যাপারে কঠোরতা করছো। তখন মুসআব বিন উমাইর রাঃ বলে উঠলেন,না, তুমি আমার ভাই না।বরং তোমাকে যে বেধে বন্দী করছে সেই আমার ভাই।কারণ তুমি হচ্ছো একজন কাফের আর যে তোমাকে বন্দী করছে সে হচ্ছে একজন মুমিন।আর আমাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হয় ঈমানের ভিত্তিতে, রক্তের ভিত্তিতে নয়। মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ভাইয়ের ক্ষেত্রে আল ওয়ালা ওয়াল বারার বাস্তব উদাহরণ হয়ে রইলেন। মক্কার মুশরিকরা বদরের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। তাই তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল। মুসলমানরা ও তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য উহুদের ময়দানে ছুটে আসলেন।উহুদের যুদ্ধে মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কালেমার পতাকা বহন এর দায়িত্ব দেওয়া হলো।মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। প্রথমদিকে মুসলমানরাই বিজয়ী হচ্ছিলো।কিন্তু মুসলিম তীরন্দীজরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশনা অমান্য করলো।এই সুযোগে কাফেররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসে। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করার জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো।মুসআব বিন উমাইর রাঃ এই অবস্থা দেখে এক হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার ও অপর হাতে কালেমার ঝান্ডা নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন।

তিনি "আল্লাহু আকবর" বলে চিৎকার করে উঠলেন যাতে কাফেরদের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরাপদে থাকেন।মুসআব বিন উমাইর রাঃ কাফেরদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকলেন।কাফেরদের মধ্যে হতে একজন ঘোড়সওয়ার মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দিকে অগ্রসর হলেন। সে তরবারি দিয়ে মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ডান হাতে আঘাত করলো। তরবারির আঘাতে মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ডান হাত দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তিনি বাম হাত দিয়ে কালেমার পতাকাকে স্বজরে আঁকড়ে ধরলেন। অতঃপর তার বাম হাতে আঘাত করা হলো, তার বাম হাত কেটে গেল। অতঃপর তিনি দুই বাহুর কর্তন অংশ দিয়ে

কালেমার পতাকাকে বুকের সাথে চেপে ধরলেন।দেহের মধ্যে শেষ রক্তবিন্দু থাকা অবস্থায় তিনি কালেমার পতাকাকে জমিনে লুটাতে দিলেন না।কেননা এই পতাকা বহনের দায়িত্ব তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম দিয়েছেন।এই পতাকা হচ্ছে তাওহীদের পতাকা, এই পতাকার মাঝে মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মান নিহিত আছে।অতঃপর বর্শা দিয়ে তার বুকে আঘাত করা হলো,

তিনি জমিনে লুটিয়ে পড়লেন,তিনি কালেমার পতাকা কে সংরক্ষণ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তিনি কালেমার পতাকা কে সংরক্ষণ করা অবস্থায় শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। মুসআব বিন উমাইর রাঃ নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে সত্যায়ন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শেষে মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ক্ষতবিক্ষত দেহের সামনে এসে দাড়ালেন। এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ رِجَالٌ صَدَقُوۡا مَا عَاہَدُوا اللّٰہَ عَلَیۡہِ ۚ فَمِنۡہُمۡ مَّنۡ قَضٰی نَحۡبَہٗ وَ مِنۡہُمۡ مَّنۡ یَّنۡتَظِرُ ۫ۖ وَ مَا بَدَّلُوۡا تَبۡدِیۡلًا

মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ [যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে] তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ [শাহাদাত বরণের] প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোন পরিবর্তনই করেনি।

(সূরা আহযাব:২৩)

মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে যখন দাফন করা হচ্ছিল তখন তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমান কাফনের কাপড় পাওয়া যাচ্ছিল না। কাফনের জন্য এমন একটি চাঁদর পাওয়া গেল যেটি দিয়ে তার মাথা ঢাকলে পা খুলে যাচ্ছিল,আর পা ঢাকলে মাথা খুলে যাচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থা দেখে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, এই হচ্ছে সে মুসআব যে মক্কায় ভোগ বিলাসের মাঝে বড় হয়েছিল, যে কখনো অভাব অনুভব করেনি। আরবের সম্ভ্রান্ত ছেলে মুসআব বিন উমাইর আজকে তার কাফনের

জন্য একটি কাপড়ের ব্যবস্থা হচ্ছে না।অতঃপর সেই কাপড়টি দিয়ে তার মাথা ঢেকে দেওয়া হলো আর ঘাস দিয়ে তার পায়ের অংশ ঢেকে দেওয়া হলো।মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্বীনের জন্য নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে ইসলামের ইতিহাসের পাতায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে রইলেন।

সম্মানিত উপস্থিতি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আরবের স্মার্ট তরুণ মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছি।

আমরা দেখেছি ইসলামের জন্য তিনি কি পরিমান কোরবানি করেছেন। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর পরিবার পরিজনকে ছেড়েছেন। ইসলামের জন্য তার বিলাসী জীবনকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি তার মাতৃভূমি কে ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছেন।

এক মুসআব উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুরো মদিনাকে ইসলামের জন্য প্রস্তুত করেছেন। তার জীবন দিয়ে কালেমার পতাকাকে সমুন্নত রেখেছেন।

সম্মানিত উপস্থিতি! আজকে কি আমাদের মধ্যে এমন কোনো মুসআব বিন উমাইর নেই যে ইসলামের জন্য,দ্বীনের জন্য নিজের সব কিছুকে বিসর্জন দেবে? আজকে কি আমাদের মধ্যে এমন কোনো মুসআব বিন উমাইর নেই যে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে ইসলামের জন্য প্রস্তুত করবে,যে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে আল্লাহর শরীয়াহর জন্য প্রস্তুত করবে? তাওহীদের জন্য প্রস্তুত করবে।

আজকে কি আমাদের মধ্যে মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মত এমন কোনো সৌভাগ্যবান তরুণ নেই? যে দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে জান্নাত ক্রয় করে নিবে।

হে যুবকেরা!আসুননা মুসআব বিন উমাইর রাদিআল্লাহু আনহুকে আমাদের আর্দশ হিসেবে গ্রহণ করি।মুসআব বিন উমাইর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর মতো আমাদের জীবনকে গঠন করি।